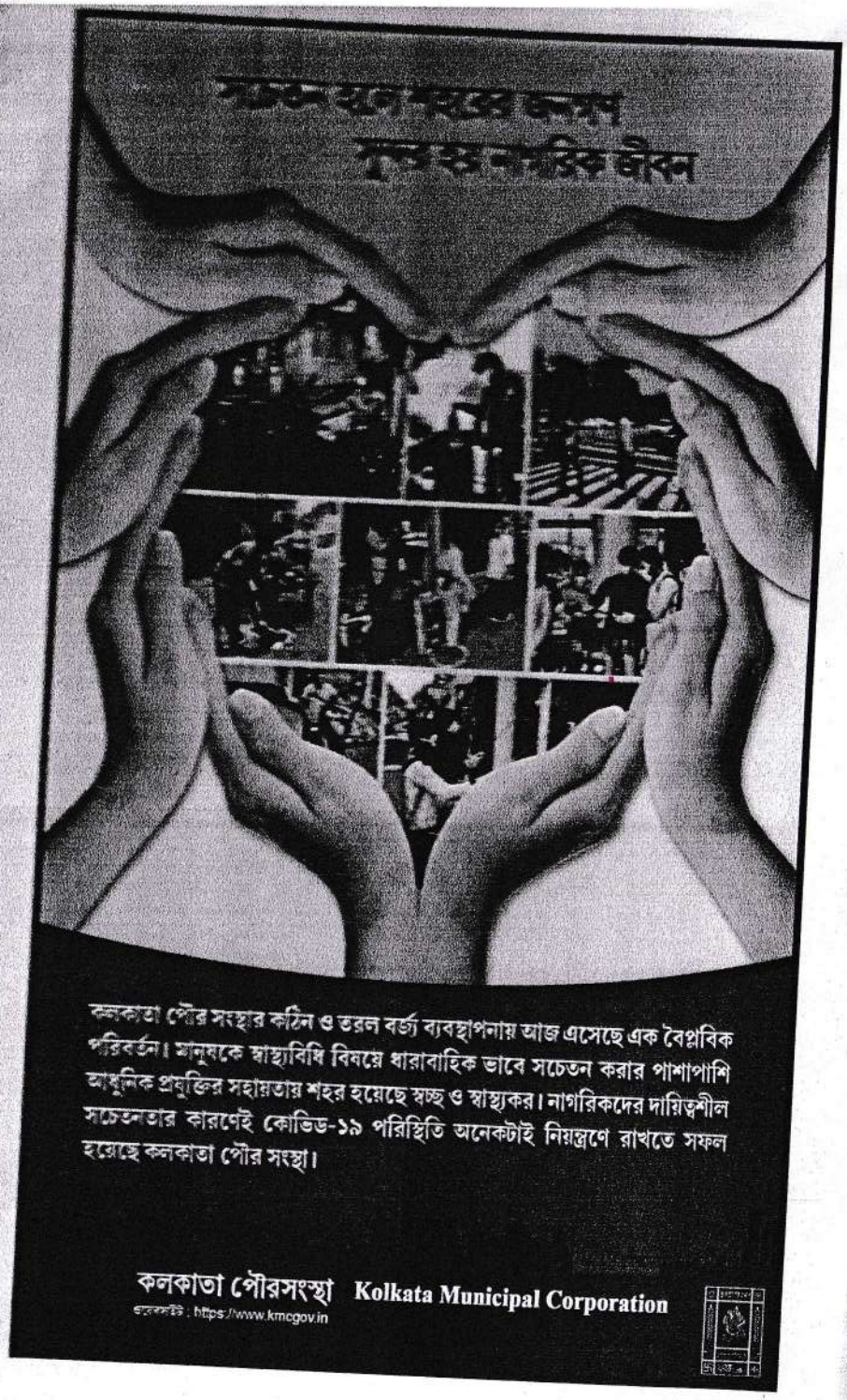

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা

ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক

Regd. No. - WBBEN/2016/74935
ISSN : 2582-2519

সম্পাদক

স্বপনকুমার মণ্ডল

সহ-সম্পাদক

সমীরণ মণ্ডল

সম্পাদকীয় সহযোগিতা

অরুণকান্তি ঘোষ, শাওন নন্দী,
সৃজনী মণ্ডল ও স্নিগ্ধদীপ্তা মজুমদার

যোগাযোগের ঠিকানা - বকুল এ্যাপার্টমেন্ট, ১৮/২ কালিকাপুর, কলকাতা - ৯৯
কার্যালয় : নোয়াপাড়া (সুকান্ত সরণি), সোনারপুর, কলকাতা - ১৫০
ফোন : ৯৬৭৪৩১৫৯৬৮ / ৯৮৩০২৪৬৭১১
email : swapan.hist@gmail.com, dakshinersanko2011@gmail.com

পত্রিকা পরিচালন সমিতি
বিশ্বজিৎ মিত্র, সৌমেন দত্ত, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, কাজল বৈদ্য, চঞ্চল মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, বিকাশ পাইক, রতন যোদ্দার, সমৃদ্ধি মণ্ডল, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, রাকেশ শাসমল, জগন্নাথ মাহাতো ও সুবোধ মণ্ডল

প্রচ্ছদ : শ্রীকান্ত নাথ

দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকার পক্ষে ড. স্বপনকুমার মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত।
দশমবর্ষ, ২০২১

যোগাযোগ : ৯৬৭৪৩১৫৯৬৮ / ৯৮৩০২৪৬৭১১
email : swapan.hist@gmail.com,
dakshinersanko2011@gmail.com

মুদ্রণ
অনন্যা, বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

প্রাপ্তি স্থান
দে'জ, ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট), সোনারপুর স্টেশন অজিতদার বুক স্টল।

মূল্য : ৩০০ টাকা

সূচী

সম্পাদকীয় ৭

বিষয় - ১ : মনোজ মিত্রের নাট্যসাহিত্য ও নাট্যদর্শন

■ স্মৃতির পাতা

অগ্রজের কথা ১১
অমর মিত্র

আধপাগলীর তারা ১৫
ময়ূরী মিত্র

মনোজদাকে যেমনটি দেখেছি ৩০
অমর চট্টোপাধ্যায়

আমার স্যার মনোজ মিত্র ৩৪
চকিতা চট্টোপাধ্যায়

■ পর্যালোচনা - ১

নাট্যকার মনোজ মিত্র ৪০
পবিত্র সরকার

মনোজ মিত্রের বৃন্দগান ও আমাদের সময় ৫১
কিন্নর রায়

কথাকার মনোজ, নাটক থেকে সাহিত্যে ৫৮
অমিতাভ বটব্যাল

'সাজানো বাগান' মানবিক রসে ভরা এক আশ্চর্য জীবনবারতা ৬৫
শাওন নন্দী

বিশ্বায়ন ও মনোজ মিত্রের কয়েকটি নাটক ৭৯
পারমিতা দাসশর্মা

'চাক ভাঙা মধু' : মনসা-মিথের 'লবজন্ম' ৮৯
সুরঞ্জন মিদ্দে

দেশভাগ ও উদ্বাস্তুচেতনার আলোকে মনোজ মিত্রের নাটক ও নাট্যদর্শন ৯৮
স্বপনকুমার মণ্ডল

মনোজ মিত্র এবং তাঁর নাটক
গৌতমরঞ্জন বসু ১১৪
সমাজ চেতনার পথ ধরে মনোজ মিত্রের নাটকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
নিরঞ্জন মণ্ডল ১২০
■ **পর্যালোচনা - ২**
'পুঁটিরামায়ণ', রামায়ণ কাহিনি থেকে প্রশাসনিক প্রহসন
সিমন রায় ১২৫
নাটক প্রসঙ্গে কিছু কথা ও মনোজ মিত্রের নাট্যপ্রতিভা
হিমাংশু দাস ১৩৪
'নরক গুলজার' নাটকে সমাজচেতনা
সমৃদ্ধিশেখর মণ্ডল ১৪১
মাতৃত্বের এক নাম অলকানন্দা
সৃজনী মণ্ডল ১৪৪
■ **সৃজন কথা** ১৪৭
বিষয় - ২ : নাট্য পরম্পরা ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যালোচনা
সাতচল্লিশে 'চেতনা'
সুজন মুখোপাধ্যায় ১৫৩
'সুন্দরম'-কথা
দীপক দাস ১৫৯
■ **নাট্য পরম্পরা : কিছু ভাবনা**
পশ্চিমী নাটকের সেকাল
ড. অশোক প্রসূন চট্টোপাধ্যায় ১৬৩
বাঙলা থিয়েটার : সুখ অসুখ
অরুণকান্তি ঘোষ ১৭৩
একুশ শতকের বাংলা থিয়েটার : প্রকৃতি ও প্রবণতা (২০০০-২০২০)
ড. অরুণকুমার সাঁফুই ১৮৯
বাংলার যাত্রাপালার সেকাল-একাল
বারিদবরণ গুপ্ত ২০৮
■ **নাটক পর্যালোচনা**
ফাটা আয়নার মুখ
ময়ূরী মিত্র ২১১
দারিদ্রের অবসান : বিভাস চক্রবর্তী ও মাধব-মালঞ্চী কইন্যা
ফাল্গুনী সিনহা মহাপাত্র ২১৭
ব্যতিক্রমী এক একলা শিল্পী খালেদ চৌধুরী
অদ্রিজা রায় ২২৬
আধুনিক সময়ে উৎপল দত্ত
কৌশিক পাল ২৩৪
সংলাপ যেন বন্ধ না হয়...
(প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তের উদ্দেশে)
অরুণকান্তি ঘোষ ২৩৬
কমলকুমার মজুমদারের নাট্য জগৎ
সুকল্প দত্ত ২৪৩
বাংলা থিয়েটার : নক্ষত্রপুঞ্জ ২৪৭

নাট্যগুণে দারুণ সমৃদ্ধ এমনটি বলা যাবে না। তবু যারা সাহস করেছে তাদের মধ্যে কোথাও একটা দায়বদ্ধতা কাজ করেছে। সত্যি বলতে কী, যাঁদের চিন্তায় শ্রমে শতাব্দীর অধিককাল ধরে আমাদের থিয়েটারের রাজ্য রাজধানী গড়ে উঠেছে তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করার যথার্থ পরিসর তো নাট্যমঞ্চ। নাটকের পয়গম্বরদের নিয়ে নাটক, বিশেষত যাঁদের সঙ্গে স্থান কালের দূরত্ব কম, খুব খুব কঠিন কাজ। তবু মঞ্চে দাঁড়িয়ে যদি উপরিতলেও তাঁদের মহাজীবনকে একটু স্পর্শ করা যায়, নিশ্চিত মনে পড়ে যাবে, কোন উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলার দায় রয়েছে আমাদের। একটা শুভ অঙ্গীকারবোধ ঠিক তৈরি হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, এও সুখের একটা বড় জায়গা।

মহান ত্রয়ী-যুগের অবসানের পরেও থিয়েটারের সুস্থতা ও তার উত্তরাধিকার নিয়ে শঙ্কা ছিল না। এক ঝাঁক সেনানী সক্রিয় ছিলেন। অফুরান সাংগঠনিক ও সৃজনশীল ক্ষমতা, উত্তরাধিকার বহনের শক্তি, নবযুগে তাঁদের যোগ্যতর করে তুলেছিল। জোছন দস্তিদার, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-সহ আরও কত নাম। এই নামগুলির সঙ্গে কত বিচিত্রধর্মী নাট্যসৃজনের ইতিহাস। পরবর্তীতে পঙ্কজ মুন্সী, অসিত মুখোপাধ্যায়, উষা গাঙ্গুলি, মেঘনাদ ভট্টাচার্য বা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়রাও উপহার দিয়েছেন 'স্বদেশী নকশা' 'নীলাম নীলাম' 'আকরিক' 'কোর্ট মার্শাল', রুদালি', 'সোনার মাথাওয়ালা মানুষ', 'দুই হুজুরের গপ্পো', মুষ্ঠিযোগ' বা আইনসিদ্ধ'র মতো বিবিধ বিষয় ও চমকের নাটক। মঞ্চে ওঁদের কাজ দেখার জন্য আমরা সদ্য-কিশোরের কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতাম, দিনের পর দিন। কেউ কখনও হতাশ করেননি এমন নয় তবে পাওয়ার পাল্লা বরাবর ভারি থেকেছে। ওঁদের অনেকে আজ নেই, আবার অনেকে থেকেও তেমন কাজের মধ্যে নেই। স্বাভাবিক। তাই বলে আমাদের কৈশোর-কৌতূহল কি ফুরিয়ে গেছে? যায়নি। আজ যারা সক্রিয়, যারা এই একুশ শতকেই বড় ও পরিণত হল, তাদের কাজ দেখার জন্যও সমান আবেগ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করি। হ্যাঁ, হয়তো মাঝে মাঝে একটু বেশি মনখারাপ হয়। তবু অপেক্ষা করি। প্রেক্ষাঘর অন্ধকার, পর্দা খুলে যাচ্ছে. আলো আসছে ধীরে...।

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, নাট্যকার এবং
সোনারপুর অনুভব পত্রিকার দীর্ঘদিনের সহযোগী-সম্পাদক।

একুশ শতকের বাংলা থিয়েটার : প্রকৃতি ও প্রবণতা
(২০০০-২০২০)

ড. অরুণকুমার সাঁফুই

২০০২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ছাত্র, তখন বাংলা থিয়েটারে দেখেছি দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ব্রাত্য বসুর নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', সুমন মুখোপোধ্যায়ের নির্দেশনায় 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত', শেখর সমাদ্দারের 'চার অধ্যায়', সৌমিত্র বসুর 'মুড়কির হাঁড়ি, মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'দায়বদ্ধ' প্রভৃতি নাটক। শিয়ালদহ লরেটো কনভেন্ট স্কুলে প্রতি শনিবার দেখেছি বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ফর্মে নাটকের অভিনয়। আমাদের ছাত্র জীবনের সেই সময় থেকে এইসময় পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের দীর্ঘ কুড়ি বছরের ইতিহাসটা খুব চেনা, বিবর্তনটাও খুব স্পষ্ট। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখ থেকেই এই অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবনা।

১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারে একটা বিশেষ শ্রেণির দর্শক ভিড় জমাতো। ২০০০ সাল থেকে বাংলা থিয়েটারে দেখা গেল নতুন প্রজন্মের দর্শকের আনাগানো। একুশ শতকের প্রথম দশকে এসেছে ইন্টারনেট প্রযুক্তির বিস্ফোরণ। মোবাইল প্রযুক্তি, টেলি পরিষেবা এই দশকে যোগাযোগের ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। ভোগবাদী বিলাসিতা গ্রাস করেছে একুশ শতাব্দীর শিল্প সংস্কৃতিকে। এই দুই দশকে নাট্য প্রযোজনার প্রচারের ক্ষেত্রে, গণমাধ্যম একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিজ্ঞাপনী চমক ও অভিনয়ের উৎকর্ষতা একাধিক নাট্যপত্রিকার প্রকাশ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একুশ শতকের ফেলে আসা বছরগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বহুরূপী, স্যাস, শূদ্রক, এপিক থিয়েটার, নাট্যচিন্তা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, প্রয়াগ নাট্যপত্র, গ্রুপ থিয়েটার, অসময়ের নাট্যভাবনা, নাট্যপত্র ঘরে-বাইরে, রঙ্গপট বার্ষিক নাট্যপত্র, পূর্ব-পশ্চিম নাট্যপত্র, সায়ক নাট্যপত্র, সময় নাট্যভাষ, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, নাট্যসৃজনী, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। বাংলা সংবাদপত্রে লক্ষ করা গেছে, নাটক সমালাচেনার এক ধারাবাহিক প্রয়াস। বর্তমান, আজকাল, এইসময়, সংবাদ প্রতিদিন, গণশক্তি, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার বিনাদেন অংশে বরাদ্দ হয়েছে নাটক অভিনয়ের সমালোচনা। পাক্ষিক দেশ পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট নাট্যাভিনয়ের সমালাচেনা, রিভিউ। নাট্যসমালোচক কমল সাহা বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের দিনপঞ্জী রচনা করে নাট্যাভিনয়ের চর্চার ইতিহাসকে নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন। নিয়মিত নাটক ছেপে বের করেছেন নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, বহুরূপী, স্যাস, শূদ্রক, অসময়ের নাট্যভাবনা, নাট্যচিন্তা, নাট্যসৃজনী,